দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 FEB 2011
পৃষ্ঠা ... ৭০ কলাম ... ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

অতি দ্রুত উৎকণ্ঠিত শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলিয়া দেওয়া হউক

নূতন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হইবার পর প্রায় দুই মাস অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি ইংরেজি ভার্সনের স্কুলগুলিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর বই পৌঁছায় নাই। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলির অবস্থাও তাই। অনুমোদনহীন স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ তাহাদের বিষয়টি কাহারো ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। সব মিলাইয়া, পাঠ্যবই-বঞ্চিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোটেও সামান্য নহে। এইসব শিক্ষার্থীর কাছে বই কখন পৌঁছাইবে তাহাও নিশ্চিত নয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে বাজার থেকে বই কিনিবারও উপায় নাই। অসাধু ব্যবসায়ীদের বদৌলতে বাজারে কিছু কিছু নকল বই পাওয়া গেলেও তাহা নির্ভরযোগ্য নয়। এইদিকে সময় চলিয়া যাইতেছে। আর দুইমাস পরেই স্কুলগুলিতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ নানা উপায়ে পাঠদান অব্যাহত রাখিলেও বইয়ের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা তাহার সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকরা যেমন তীব্র উৎকণ্ঠায় ভুগিতেছেন, তেমনি শিক্ষার্থীদেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে। বাড়িতেছে হতাশা।

শুরুতে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকিলেও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এনসিটিবির কারিকুলাম অনুসরণকারী অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বিনামূল্যে ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যবই সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। গত ৭ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নিজেই তাহা সাংবাদিকদের অবহিত করিয়াছিলেন। সেই সাথে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর হাতে শতভাগ বই পৌঁছানো নিশ্চিত করার কথাও বলা হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্তটিও গৃহীত হইয়াছিল প্রায় একমাস আগে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে। সভাশেষে শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, এই ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অনিয়ম ও গাফিলতি সহ্য করা হইবে না। মন্ত্রীর এতো স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনার পরেও শিক্ষার্থীরা সময়মতো কেন বই পাইল না তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রাক্কালে সরকার প্রথমবারের মতো দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর কাছে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের উদ্যোগ নিয়াছিল। একই সাথে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের বইয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কাজটি ব্যয়বহুল শুধু নয়, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিংও বটে। সঙ্গত কারণেই সরকারের এই সাহসী সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাইয়াছিলাম। শেষ মুহূর্তে এনসিটিবির গুদামে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডসহ নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার থেকে সরিয়া আসে নাই। শুধু কথায় নয়, কাজেও তাহার ব্যাপক প্রতিফলন দেখা গিয়াছে। অতি অল্প সময়ে ১৯ কোটি বই ছাপাইয়া দেশের সর্বত্র তাহা পৌঁছাইয়াও দেওয়া হইয়াছে দ্রুততার সাথে। ছাপার নিম্নমান এবং বিতরণ প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিলেও এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃঢ় ও ইতিবাচক ভূমিকা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরাও তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছি।

কথায় আছে-'শেষ ভালো যার/সব ভালো তার'। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে যে, সেই শেষটুকুই যেন ব্যর্থতার কালিমায় ঢাকা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ছাত্রছাত্রীর তুলনায় পাঠ্যবই-বঞ্চিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য না হইলেও তাহাদের দুর্ভোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিষয়টিকে হালকা করিয়া দেখিবার উপায় নাই। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মোস্তফা কামাল উদ্দিন বলিয়াছেন যে, ইংরেজি ভার্সনের জন্য বই ছাপার কাজ চলিতেছে। কিন্তু সেই কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে তাহা তিনি খোলাসা করিয়া বলেন নাই। গত শুক্রবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রাথমিক স্তরের জন্য অতিরিক্ত ৮৩ লক্ষ এবং ইংরেজি মাধ্যমের জন্য এক লক্ষ বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে পাঠ্যবইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের আরও প্রায় দুইমাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তথ্যটি সঠিক হইলে উদ্বিগ্ন না হইয়া উপায় কী! শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই বিষয়টি সম্যকভাবে অবহিত আছেন। আমাদের আশা, অতি দ্রুত উৎকণ্ঠিত শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং অসংখ্য শিক্ষার্থীর এই ভোগান্তির জন্য যে বা যাহারা দায়ী তাহাদেরকে অবশ্যই দাঁড় করানো হইবে বিচারের কাঠগড়ায়।